প্রসঙ্গ খাসি কুরবানি ও খাসি করণ

লেখকঃমুহাম্মাদ আবু আইয়ুব ক্বাদেরী

Facebook: https://www.facebook.com/abuayub.alquadry

প্রসঙ্গ অনুযায়ী খাসি কুরবানী বৈধ কি, বৈধ নয় সেটাই হলো উক্ত আলোচনার বিষয়বস্তু ।অনেকেই আছে যারা খাসি কুরবানী কে ভাল চোখে দেখেন না বরং তা হারাম বলে গন্য করেন। অথচ হাদীস দ্বারা জানা যায় আল্লাহর রসুল ﷺ খাসি কুরবানী করেছেন, যা তার বৈধ হওয়ার সমর্থন করে এবং জামহুরের মতেও খাসি কুরবানি বৈধ এবং যেহেতু কিছু অল্প সংখ্যক লোক এর বিরোধীতা করছেন তাই পক্ষ এবং বিপক্ষ উভয় দলিলাদি সামনে রেখেই আলচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ এবং তা খন্ডন করা হবে ইনশাআল্লাহ । যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি যে, আল্লাহর রসুল ﷺ খাসি কুরবানী দিয়েছেন তাই তার সমর্থক দলিল গুলি প্রথমে লক্ষ করব। এরপর এর বিরুদ্ধে যারা রায় দেন তাদের দলিলাদি বিশ্লেষণ করব, যৌক্তিক ও দালিলিক আলোচনার মাধ্যমে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। প্রথমে খাসি কুরবানী বৈধ হওয়ার প্রমাণ গুলি দেখে নেওয়া যাক, যা,একে একে নিম্নে উল্লেখ করা হল।

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ :**ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ**، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ :إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ

- জাবির ইবনে ‘আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কুরবানীর **দিন দু’টি ধূসর বর্ণের শিংবিশিষ্ট ও খাসী করা ভেড়া যবাহ করেন।**তিনি ভেড়া দু’টিকে কিবলাহমুখী করে শুইয়ে বলেনঃ ইন্নি ওয়াজহাতু ওয়াজহি লিললাযি ফত্বারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা আলা মিলাতি ইব্রাহীমা হানিফাও, ওয়ামা আনা মিন মুশরেকিন। ইন্না স্বলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহিয়ায়ি ওয়া মামাতি লিল্লাহি রব্বিল আলামিন লা শারিকা লাহু ওয়াবি যালিকা উমিরতো ওয়া আনা আওয়ালুল মুসলেমিন। আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়ালাক ওয়া আন মুহাম্মাদিন ওয়া উম্মাতিহি অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে যবাহ করেন.।

(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-২৭৯৫

মিশকাত শরিফ.. হাদীস নং-১৪৬

بَاب أَضَاحِيّ رَسُولِ اللهِ ﷺ)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، **وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ** فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلاَغِ وَذَبَحَ الآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ ـ صلى الله عليه وسلم ـ

আয়েশা (রাঃ) ও আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর ইচ্ছা করলে দু'টি মোটাতাজা, মাংসল, শিংযুক্ত, ধুসর বর্ণের ও ছিন্নমুষ্ক খাসী করা ভেড়া ক্রয় করতেন অতঃপর এর একটি নিজ উম্মাতের যারা আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দেয় এবং তাঁর নবুয়াতের সাক্ষ্য দেয় তাদের পক্ষ থেকে এবং অপরটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে কোরবানী করতেন।

[ইবনে মাজাহ,খন্ড-৩,হাদীস নং-৩১২২

সুনান আল কুবরা, হাদীস নং-১৮৪৭৬

মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে আনসার, হাদিস নং-২৫৩৫৮]

আলোচনাঃ যদিও উক্ত হাদীসগুলি অস্বীকার করার জায়গা নেই তাই কেও কেও দেখি উক্ত হাদীসের উপর অদ্ভুত আপত্তি করেন। **তারা বলেন যেহেতু উক্ত হাদীসগুলিতে خَصِيَّيْنِ (খাসিয়াইন) এর স্থানে ও مَوْجُوءَيْنِ (মওজুয়াইন) শব্দ আছে তাই উক্ত হাদিস দ্বারা রসুল খাসি কুরবানি করেছেন বলে প্রমাণ হয় না।তিনি যদি খাসি কুরবানী করতেন তাহলে খাসি বলে হাদিসে উল্লেখ থাকত।**এর উত্তরে আমি বলি তাদের এই ধরণের মন্তব্য অত্যন্ত হাস্যকর ও অজ্ঞতার পরিচয় বাহক। কারণ তাদের জানা উচিৎ সমস্ত ভাষায় , একটি শব্দের তার অন্য একটি সমর্থক শব্দ থাকে। যেহেতু আরবী শব্দ নিয়ে আলচনা হচ্ছে তাই আরবী শব্দেই ধরি। খবর একটি আরবী শব্দ যার অর্থ সংবাদ যাকে আমরা সচরাচর বাংলায়ও খবর বলি।কিন্তু এর আরো একটি আরবী শব্দ রয়েছে তা হল নাবা যার অর্থও সংবাদ বা খবর। এইবার যদি খবরের স্থানে নাবা শব্দ ব্যবহার থাকে তাহলে তারা কি বলবে এখানে উদ্দেশ্য খবর নয় বরং অন্য কিছু? তাই বলছি এইসব অদ্ভুত মন্তব্য না করে, তাদের উচিৎ আরবী অবিধান খুলে দেখা। না দেখে কিংবা তার অর্থ না জেনে অযথা খোঁড়া যুক্তি দিয়ে আপত্তি করলে সেটা সকলের কাছে হাস্যকর হয়ে দাঁড়াবে।**তাদের জানা উচিৎ**

مَوْجُوءَيْنِ শব্দটি এসেছে وَجَأَ থেকে

যার অর্থ অবিধানে দেখলে বোঝা যায় যে আসলে ইহার অর্থ খাসিকরণই। যেমন আরবী হইতে আরবী অবিধান ম'জুমুল মা'নি তে আছে

وَجَأَ الفحلَ :دقَّ عُروقَ خُصيتيه بين حجرين ولم يُخرجهما، **أَو رَضّهما حتى تنفضخا، فيكون شبيهاً بالخِصاء**

ষাঁড়ের অন্ডকোষ কে দুই পাথরের মধ্যে রেখে কুটে দেওয়া ও সেই দুটি বের না করা।অথবা থেতলে দেওয়া এমনকি ফেটে যায়।**এগুলিই খাসীকরণের অনুরুপ।**

এবং ইমাম খাত্তাবি বলেন

قال :الخطابي الموجوء - يعني بضم الجيم وبالهمز - منزوع الأنثيين ، والوجاء الخصاء

খাত্তাবী বলেন মওজুউন অর্থাৎ হামযাকে জিমের সঙ্গে সংযুক্ত করার অর্থ হলো।অণ্ডকোষ কেটে বার করা এবং **খাসীকরণ করা।**

আওনুল মাবুদ, শরহে আবু দাউদ,খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৯৬)

অতএব বোঝা যায় মওজুউন শব্দের অর্থ খোজাকরণ বা খাসিকরণের একটি পদ্ধতি সেই যুগে পদ্ধতি হয়তো ভিন্ন ছিল কিন্তু উদ্দেশ্য খাসিকরণই। বর্তমানে যুগ পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পদ্ধতিও আধুনিক হয়েছে, সেটা ভিন্ন বিষয়। আসল কথা হল খাসিকরণ বা খোজাকরণ করা, পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে। তাই কেও যদি বলে মওজুউন মানে খাসিকরণ নয় তাহলে তার এই মন্তব্য বড়ই হাস্যকর এবং অজ্ঞতার পরিচয় বৈকি। তাছাড়া কোন কোন বর্ণনায় মওজুআইন আবার কোন কোন বর্ণনায় খাসিআইন শব্দ দ্বারাও উক্ত হাদীস এসেছে, নিম্নোক্ত হাদিসগুলি তার প্রমাণ

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ **عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجِيَّيْنِ خَصِيَّيْنِ** فَقَالَ أَحَدُهُمَا عَمَّنْ شَهِدَ بِالتَّوْحِيدِ وَلَهُ بِالْبَلَاغِ وَالْآخَرُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ

আবু রাফে রাঃ হতে বর্ণিত তিনি বলেন রসুলে আকরাম ﷺ দুটো **খাসীকৃত ধুসর বর্ণের ভেড়া কুরবানী করতেন।** অতঃপর বলতেন এর একটি যারা তৌহিদের সাক্ষ্য দেয় তাদের পক্ষ থেকে অপরটি তাঁর ও তাঁর পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে।

(মুসনাদে আহমাদ,হাদীস নং- ২৩৪২৩

মাজমাউয যাওয়াইদ,খন্ড -৪ হাদীস নং-২৩৬১০ الهيثمي وقال:رواه أحمد وإسناده حسن

মু'জামুল কাবীর, হাদীস নং -৯১৬

মাতালেবুল আলীয়া,হাদীস নং-২৩৪৩,ইমাম আসকালানী)

،حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ نُعْمَانَ، عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِيهِ **ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ** قَالَ " :**" بِكَبْشَيْنِ جَذْعَيْنِ خَصِيَّيْنِ**

—রসুলে আকরাম ﷺ **খাসীকৃত দুটি স্বাস্থ্যবান ভেড়া** কুরবানী দিতেন।

(মুসনাদে আহমাদ, খন্ড-৪, হাদীস নং-২১৭১৪)

আলোচনাঃউপরিউক্ত হাদিসে আল্লাহর রসুলের উল্লেখিত আমলটি প্রমাণ করে খাসিকরণ ও তার কুরবাণী করা অপছন্দ করতেন না বা খাসিকে খুঁত বলে ধরতেন না। কারণ তিনি যদি খাসিকৃত পশুকে খুঁত মনে করতেন বা

খাসিকরণকে অপছন্দ করতেন অর্থাৎ মাকরুহ মনে করতেন তাহলে সেই ধরণের পশুকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি দিতেন না। তার খাসিকৃত পশু কুরবানী করা প্রমাণ করে তিনি খাসিকরণকে অপছন্দ করেননি।
যেহেতু কুরবানীর জায়েজের পক্ষের দলিল দেওয়া হয়েছে এইবার যারা খাসিকরণ কে মাকরুহ এমনকি হারাম পর্যন্ত মনে করে তাদের দলিল গুলিতে দৃষ্টিপাত করা দরকার। তারপর আলোচনা ভিত্তিক জবাবের দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে।

তাদের পক্ষের প্রথম দলিলঃ

حدثنا وكيع حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر **قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل والبهائم وقال ابن عمر فيها نماء الخلق**

ইবনে উমার হতে বর্ণিত তিনি বলেন রসুলে আকরাম ﷺ ঘোড়া ও অন্যান্য প্রানী খাসী করতে নিষেধ করেছেন।এবং ইবনে উমার রাঃবলেন ইহাতে শৃষ্টির বংশ বৃদ্ধি আছে।
(মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-৪৭৫৫
মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস নং-৪৭৯০
মাজমাউজ জাওয়াইদ, হাদীস নং-৯৩৬৭)

উক্ত হাদীস দিয়ে তারা হয় তো নিজেদের মতবাদ প্রমাণ করতে চান কিন্ত **আসল কথা হল হাদীসটি রসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত নয় তার কারণ হাদীসের সনদই বিতর্কিত।** যার প্রমাণ নিম্নে দেওয়া হল।

ইমাম নাসায়ি বলেন

عبد الله بن نَافِع مولى بن عمر مَتْرُوك الحَدِيث

আব্দুল্লাহ বিন নাফে ইবনে উমারের দাস সে একজন মাতরুকুল হাদীস ছিল।
(ইমাম নাসায়ি, যুয়াফাই ওয়াল মাতরুকিন,বর্ণনা নং- ৩৪৪)
ইমাম বুখারী বলেন

عبد الله بن نَافِع مولى بن عمر الْقرشِي الْمدنِي أَبُو بكر مُنكر الحَدِيث

আব্দুল্লাহ বিন নাফে হলেন ইবনে উমারে দাস যার কুন্নিয়াত আবু বকর সে মুনকারুল হাদিস ছিল।
(ইমাম বুখারী, জওফাউস সাগির, বাবুল আইন, বর্ণনা নং -১৯৭)

ইমাম ইবনে আবু হাতেম বলেন,

.نا عبد الرحمن قال سألت أبي عن عبد الله بن نافع فقال :أضعف ولد نافع هو منكر الحديث

আমাকে আব্দুর রাহমান বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন আমি আমার পিতাকে আব্দুল্লাহ বিন নাফে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন নাফে'র পুত্র হিসাবে সুবচেয়ে দুর্বল সে মুনকারুল হাদীস ছিল।

(জিরাহ ও তাদিল লি ইবনে আবি হাতিম রাজি, বাবুল নুন, বর্ণনা নং- ৮৫৪)

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায় আব্দুল্লাহ বিন নাফে ব্যক্তিগত ভাবে বিতর্কিত। তাই হাদীসের ক্ষেত্রে তার মত মুনকার বা মাতরুক রাবির সাক্ষ্য গ্রহযোগ্য নয়। হাদীসটি তখনই গ্রহনযোগ্য হবে যখন এর সমর্থক কোন সহি হাদীস পাওয়া যাবে। যদিও বিপক্ষের তরফ থেকে উক্ত হাদীসের সমর্থক দলিল হিসাবে নিম্নোক্ত হাদীসটি দেওয়া হয় এক্ষেত্রেও হাদীসটি সহি নয়, তা প্রমাণ করার আগে হাদীসটি উল্লেখ করা যাক তার পর আলোচনা ভিত্তিক জবাবের দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে।

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، وَأَبُو صَادِقِ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ، قَالُوا:ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ عُمَرَ الصَّحَّافُ، ثنا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ **ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ " :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِخْصَاءِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ "،وَقَالَ " :إِنَّمَا النَّمَاءُ فِي الْحَبَلِ.**

ইমাম বাইহাকি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন আবু আব্দুল্লাহ আল হাফিজ (ইমাম হাকিম) ও আবু মুহাম্মাদ বিন আবু হামিদ মিকরি ও আবু বকর কাজি ও আবু সাদিক বিন আবুল ফাওয়ারিস তারা বলেন আমাদের বর্ণনা করেন আবু আব্বাস মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব। তিনি বলেন আমাকে ইবরাহিম বিন আহমাদ বিন আমরো আসস্বাহহাফ তিনি বলেন আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন জাবারত বিন মুগাল্লাস। তিনি বলেন আমাকে বর্ণনা করেছেন ইসা বিন ইউনুস।তিনি বলেন উবাইদুল্লাহ বিন উমার বর্ণনা করে বলেন নাফে হইত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীজি ﷺ উট, গরু, ছাগল, এবং ঘোড়া কে খাসি করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি বলেন- এগুলো বংশ বৃদ্ধির মূল।
(ইমাম বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হাদিস নাম্বার- ১৯৭৯৫)

উক্ত হাদীসের জবাব দেওয়ার আগে যারা উক্ত হাদিসের ভিত্তিতে খাসি কুরবানি কে হারাম বলছে কিংবা খাসিকরণকে হারাম বলছে তাদের নিকট আমার প্রশ্ন, আল্লাহর রসুলের ফে'ল ও কওলের মধ্যে সংঘর্ষ হতে পারে? তিনি কি আদেষ বা নিষেধ একধরণের করবেন আর আমল অন্য ধরণের করবেন তা হতে পারে? সমস্ত মুসলমানের একটাই আকীদা রসুলের কওলের সাথে ফে'লের সংঘর্ষ থাকতে পারে না।তাই রসুল গরু, উট বা ছাগল খাসি করতে নিষেধ করবেন আবার তিনিই খাসিকৃত জানোয়ার কুরবানী করবেন, তা কখন সম্ভব নয়। তাই হাদীসটি নিয়ে বিশ্লেষন মুলক আলোচনার প্রয়োজন। এবং তা রসুল থেকে প্রমাণিত কিনা তাও দেখার প্রয়োজন । তাই কয়েকটি ধাপের মাধ্যমে উক্ত হাদীস সম্বন্ধ জবাব দেখে নেব। হাদীসটি রসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়, তার জন্য কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করব।
প্রথমঃ উপরিউক্ত বর্ণনায় ইমাম বাইহাকি আবু আব্দুল্লাহ আল হাফিজ অর্থাৎ ইমাম হাকিম থেকে এবং আবু মুহাম্মাদ বিন আবু হামিদ বিন মিকরি, আবু বকর কাজি, আবু সাদিক বিন আবুল ফাওয়ারিস থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা বর্ণনা করেছেন আর আবু আব্বাস বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব থেকে। আবার ইমাম হাকিমই আবু আব্বাস বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুবের ভাষ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন

. قال :فوقع أبو العباس :كل من روى عني هذا ، فهو كذاب ، وليس هذا في كتابي

তিনি (ইমাম হাকিম) বলেন আবুল আব্বাস বলেছেন যা কিছু আমার বরাত দিয়ে বর্নিত হয় তা যদি আমার কেতাবে না থাকে তো তা মিথ্যা।
(তারিখে মাদিনাত দামিস্ক, খন্ড- ৫৬, পৃষ্ঠা -২৯৪
তাজকিরাতুল হুফফাজ,খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৮৬২
সিয়ারু আলামিন নুবালায়ি, খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৪৬০
শারাহ মুসনাদের শাফেয়ী, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৩
তারিখুল ইসলাম, খন্ড-২৫,পৃষ্ঠা-৩৬৮)

যেহেতু উক্ত হাদীসটি আবু আব্বাসের কোন কেতাবেই পাওয়া যায়নি, না **মালুমাতে রাবি** তে না **মাজমুয়া ফি হে মুসান্নিফাত** নামক কিতাবে। তাই আবু আবু আব্বাসের ভাষ্য অনুযায়ী হাদীসটি রসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়।

দ্বিতীয়ঃহাদীসটিতে আরো অনেক সমস্যা আছে সেগুলির মাধ্যমেও বোঝা যাবে হাদীসটি রসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়। যেমন নাফে থেকে উবাইদুল্লাহ বিন উমারের কোন বর্ণনা করেছেন বলে প্রমাণ নেই।দলিল হিসাবে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

.قال ابن هانئ :وسمعته يقول :ليس أحد في نافع أثبت من عبيد الله بن عمر، ولا أصح حديثًا منه

ইবনে হানি বলেন আমি তাকে (ইমাম আহমাদকে) বলতে শুনেছি তিনি বলেন, নাফের কোন বর্ণনাই উবাইদুল্লাহ উমার থেকে প্রমাণিত নয়, আর না তার থেকে কোন সহি হাদীস আছে।
(মাসায়েলে ইবনে হানি, বর্ণনা নং – ২৩৩২)

.المروذي :قيل له :عبيد الله أثبت أو مالك في نافع؟قال :ليس أحد أثبت في نافع من عبيد الله
আল মারাওজি বলেন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, নাফে থেকে উবাইদুল্লাহ বিন উমার কিংবা মালিকের কোন বর্ণনা প্রমাণিত? তিনি উত্তর দিলেন নাফে'র কোন বর্ণনা উবাইদুল্লাহ বিন উমার থেকে প্রমাণিত নয়।
(ইবনে রাজাব হাম্বালি শারাহ ইলিল আত তিরমিজি, পৃষ্ঠা-১৮৩)

حدثنا عبد الرحمن حدثني أبي نا أبو زياد حماد بن زاذان نا بن مهدي يعني عبد الرحمن قال قال وهيب لمالك بن أنس لم ار أروى عن نافع من عبيد الله بن عمر

বর্ণনা করেছেন আব্দুর রাহমান তিনি বলেন আমাকে বর্ণনা করেছেন আমার পিতা তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন আবু জায়েদ হাম্মাদ বিন জাজান তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন ইবনে মাহদি অর্থাৎ আব্দুর রাহমান তিনি বলেন ওয়াহিব মালিক বিন আনাস সুত্রে বলেন,**উবাইদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে নাফে'র কোন বর্ণনার আমি সাক্ষ্য পাইনি।**
(ইবনে আবি হাতিম রাজি, জরহে ওয়াত তাদিল, খন্ড-১ পৃষ্ঠা -১৯)

উক্ত দলিল গুলি দ্বারা বোঝা যায় নাফে থেকে কোন বর্ণনাই উবাইদুল্লাহ বিন উমার করেননি।যখন নাফে থেকে হাদীসটি প্রমাণিত নয় তখন রসুল ﷺ খাসি করতে নিষেধ করেছেন বলে প্রমাণ হয় না। বরং আবু আব্বাসের কথাটাই প্রমাণিত হচ্ছে।যেহেতু তার কিতাবে **হাদীসটি উল্লেখ নেই তাই তার ভাষ্য অনুযায়ী হাদীসটি মিথ্যা।**

তৃতীয়ঃ এখানে আর একটি মজার বিষয় পরিলক্ষিত হয়েছে সেটা হলো, নাফের সুত্রে উবাইদুল্লাহ বিন উমারের অন্য একটি বর্ণনায় রসুল ﷺ খাসি করতে নিষেধ করেছেন এই কথাটা নেই বরং আছে ইবনে উমার খাসিকরণ পছন্দ করতেন না যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِخْصَاءَ الْبَهَائِمِ، وَيَقُولُ " :لَا تَقْطَعُوا نَامِيَةَ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَ "،

—উবাইদুল্লাহ বিন উমার বর্ণনা করেন নাফে হইতে বর্ণিত তিনি বলেন হজরতে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার বর্ণনা করেন তিনি পশুর খাশী করণ অপছন্দ করতেন এবং বলতেন আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির বংশ বৃদ্ধিতে বাধা দিও না।
(ইমাম বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, হাদিস নম্বার- ১৯৭৯৪)

উক্ত হাদীস দেখলে বোঝা যায় হাদীসটি একি রাবির সূত্রে অর্থাৎ নাফে থেকে উবাইদুল্লাহ উমার বর্ণনা করেছেন সেখানে রসুলের ﷺনিষেধাজ্ঞা নেই বরং উক্ত বর্ণনা অনুযায়ী **হাদীসটি মওকুফ।** এবং হাদীস দ্বারা বোঝা যায় খাসিকরণ শুধু ইবনে উমারের নিজস্ব অপছন্দ ছাড়া কিছু না। এছাড়া আরো একটি বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় হাদীসটি আসলে মওকুফ এবং সেটি ইবনে উমারের নিজস্ব ভাষ্য যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْإِخْصَاءَ ، وَيَقُولُ فِيهِ تَمَامُ الْخَلْقِ

মালিক বিন আনাস হইতে বর্ণিত তিনি বলেন নাফে বর্ণনা করেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর হইতে বর্ণিত (রাঃ) তিনি খাসীকরণ কে অপছন্দ করতেন এবং বলতেন যে,এতে সৃষ্টির পরিপূর্ণতা,রয়েছে।
(মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদীস নং-১৭৩০)

এছাড়া **ইমাম তাহাবি হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন হাদীসটি একই রুপ বর্ণিত হয়েছে কিন্তু তিনি নবীর ﷺ কথা উল্লেখ করেননি। তিনি বলেন সুতরাং হাদীসটি ভিত্তি নবী ﷺ থেকে নয় বরং হজরতে ইবনে উমার থেকে, নিচে তার দলিল।**

حَدَّثَنَا "مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا :يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا :مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ,عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه مِثْلَهُ ,وَلَمْ يَذْكُرْ النَّبِيَّ"صلى الله عليه وسلم "فَصَارَ أَهْلُ هَذَا الْحَدِيثِ ,إِنَّمَا هُوَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه لاَ عَنْ النَّبِيِّ "صلى الله عليه وسلم ".

(তাহাবি শরিফ, হাদীস নং- ৬৬১৯)

অতএব বোঝা যায় খাসিকরণ সম্পুর্ণ ইবনে উমারের রাঃনিজস্ব বা ব্যক্তিগত অপছন্দ, রসুলের ﷺ নিষেধাজ্ঞা নেই।রসুল ﷺ যদি খাসিকরণ নিষিদ্ধ করতেন তাহলে নিজেই খাসিকৃত জানওয়ার কুরবানির জন্য বেছে নিতেন না।কারণ এমন হতে পারে না তার নির্দেশ বা আদেশের সঙ্গে,তার আমলের সংঘর্ষ থাকতে পারে। তিনি আদেশ দেবেন একরকম আর আমল করবেন একেবারে বিপরীত তা কখন সম্ভব নয়।এছাড়া খাসি করতে রসুল ﷺ নিষেধ করেননি সেটা ইবনে উমারের রাঃ ব্যক্তিগত অপছন্দ ছিল যা আলোচনার মাধ্যমে বোঝা যায়। এইবার তারা আরো একটি হাদীস পেশ করে যার দ্বারাও বোঝানোর চেষ্টা করে রসুল ﷺ খাসি করণ নিষেধ করেছেন।আগে হাদীসটি দেখে নেওয়া যাক তারপর আলোচনা ভিত্তিক জবাবের দিকে অগ্রসর হব ইনশাআল্লাহ।

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الدُّورِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أنبأ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ " :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ صَبْرِ الرُّوحِ، وَخِصَاءِ الْبَهَائِمِ ."قال الألباني صحيح.

উবাইদুল্লাহ ইবনে উমার রাঃ হতে বর্ণিত তিনি বলেন হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ বর্ণনা করেছেন আল্লাহর রসুল ﷺ রুহকে কষ্ট দিতে এবং কোন চতুষ্পদ কে খাসী করতে নিষেধ করেছেন।
(ইমাম বায়হাকী, সুনানুল কুববরা, হাদিস নং- ১৯৭৯০)

উক্ত হাদীসের উপর আমার জবাবঃ হাদীসটি দেখলে বোঝা যায় ইমাম বাইহাকি বর্ণনা করেছেন আবু আব্দুল্লাহ আল হাফিজ অর্থাৎ ইমাম হাকিম থেকে এবং তিনি বর্ণনা করেছেন আবু আব্বাস বিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব থেকে। পুর্বেই বলেছি আবু আব্বাস বলেছেন যে হাদীস তার বরাতে বর্ণিত হয় সেটি যদি তার কিতাবে না থাকে তাহলে সেটি মিথ্যা তার উপর মিথ্যা। তবে এখানে প্রশ্ন আসতে পারে হাদীসটি তো ইমাম হাকিম তার থেকে বর্ণনা করেছেন তাহলে কি ইমাম হাকিম মিথ্যা বর্ণনা করলেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে প্রথমে বলব ইমাম হাকিম মিথ্যা না বল্লেও তবে ত্রুটিটা ইমাম হাকিমের তরফ থেকে সম্ভব্য। তার জন্য একটু বিশ্লেষন মুলক আলোচনার প্রয়োজন যাতে বোঝা যায় ত্রুটি টা কি!! ইমাম বাইহাকি যখন হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তখন ইমাম হাকিম অতিরিক্ত বৃদ্ধ। কারণ ইমাম হাকিমের জন্ম ৩২১ হিজরী এবং ইন্তেকাল ৪০৫ হিজরী অর্থাৎ তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন ৮৪ বছর বয়েসে। অপরদিকে ইমাম বাইহাকির জন্ম ৩৮৪ হিজরি অর্থাৎ ইমাম বাইহাকি তার ৬৩ বছর পর জন্মগ্রহন করেছেন। যখন ইমাম হাকিম বৃদ্ধ তখন ইমাম বাইহাকি সদ্যজাত শিশু মাত্র। যদি সেই হিসাবে ধরা যায় তাহলে ইমাম বাইহাকি প্রাপ্তবয়স্ক হতে হতে ইমাম হাকিম একেবারেই বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সাধারণত দেখা যায় যখন মানুষ অতিরিক্ত বৃদ্ধ হয়ে যায় তার স্মৃতিশক্তিও লোপ পায়, এবং কি বলছে সেটার সম্বন্ধে গাফিল ও হয়ে যায় তাই সে ক্ষেত্রে ভুল বর্ণনা করা অস্বাভাবিক কিছু না। এবং তিনি শেষ বয়েসে তার মধ্যে একটু গড়বড়ি চলে এসেছিল যা নিম্নোক্ত দলিল দ্বারা বোঝা যায়।

ইমাম ইবনে হাজার আস্কালানি বলেনঃ

ذكر بعضهم انه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره

তাদের মধ্যে কিছু লোক বলে শেষ বয়েসে তার মধ্যে পরিবর্তন ও গাফলত বা বেখেয়ালি পাওয়া গিয়েছিল।
(লিসানুল মিজান, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা- ২৩৩)

ইমাম কওসারি বলেন

أن الحاكم اختلط في آخره اختلاطا شنيعا

অবশ্যই ইমাম হাকিম শেষ বয়েসে বর্ণনার মধ্যে জঘন্য ধরণের উলোটপালোট ঘটাতেন।
(আল তানকিল বিমা ফি তানিবে কওসারি মিনাল আবাতিল, খন্ড-২ পৃষ্ঠা ৬৮৯)

অতএব বোঝা যায় আসল সমস্যা টা কোথায়।যেহেতু আবু আব্বাসের ভাষ্য অনুযায়ী তার বরাতে বর্ণিত হাদীস যদি তার কিতাবে না থাকে তাহলে সেটি তার উপর মিথ্যা। আর যেহেতু ইমাম হাকিম অতিরিক্ত বৃদ্ধ বয়েসে বর্ণনাটি করেছেন তাই তার দ্বারা এই ধরণের মিলাওয়াট বা সংমিশ্রণ করা সম্ভব। কারণ মানুষ যখন বৃদ্ধ হয় তখন স্মৃতি লোপ পাওয়ার কারণে অনেক ধরণের ভুল ভাল কথা বা বর্ণনা করে ফেলে, ইমাম হাকিমও তার থেকে ব্যতিক্রম কিছু না। তাই আবারও বলছি রসুলের নিষেধাজ্ঞার জন্য প্রমাণিত হাদীস লাগবে। তাছাড়া আগেই বলেছি রসুলের আমলের সাথে তার আদেশ নিষেধ সাংঘর্ষিক হতে পারে না। তিনি খাসি কুরবানী করেছেন এটাই দলিল যে তিনি খাসি করণকে অসুবিধা মনে করতে না।

<u>আরেকটি আপত্তিঃ</u>

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثنا مِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **قَالَ " :لَا إِخْصَاءَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا بُنْيَانَ كَنِيسَةٍ "**

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)থেকে বর্ণিত। নিশ্চয়ই হযরত নবী করীম ﷺ বলেছেন,ইসলাম ধর্মের মধ্যে খাসি নেই এবং গির্জাও নেই।
(ইমাম বায়হাকী - সুনানুল কোবরা হাদিস নাম্বার- ১৯৭৯৩)

উক্ত হাদীসটিও তাদের সমর্থক দলিল গুলির মধ্যে অন্যতম।উক্ত হাদীসের ভিত্তিতেও তারা খাসী কুরবানী ও খাসিকরণ হারাম বলার চেষ্টা করেন। তবে তাদের জানা উচিৎ কোন হাদীসের ভিত্তিতে কোন হুকুম লাগাতে গেলে তা প্রমাণিত হওয়া একান্ত জরুরি। কারণ যখন হাদীসটি রসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত হবে না, তখন তার উপর ভিত্তি করে হুকুম

লাগানও যাবে না।এখানেও বিষয়টি একই রকম,উক্ত হাদীসটিও রসুল থেকে প্রমাণিত নয়।যা বিভিন্ন দালিলিক আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করব ইনশাল্লাহ।

ইমাম হাইসামি বলেনঃ

رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه مقدام بن داود وهو ضعيف.

ইমাম তাবরানী আসওয়াতে তার **শাইখ মিকদাম বিন দাউদ থেকে বর্ণনা করেছেন,আর তিনি বর্ণনায় জঈফ ছিলেন।**

(ইমাম হাইসামি,মাজমাউজ জাওয়াইদ, খন্ড- ৬, পৃষ্ঠা-১৪১)

ইবনে হাজার আস্কালানি বলেনঃ

* مقدام بن داود بن عيسى بن تليد الرعيني أبو عمرو المصري *عن عمه سعيد ابن تليد وأسد بن موسى
* وعنه ابن أبي حاتم والطبراني وجماعة *قال النسائي في الكنى ليس بثقة

মিকদাম বিন আবু দাউদ বিন ইসা বিন তালিদ রা'আনি আবু আমর মিসরি তিনি বর্ণনা করতেন তার চাচা সাঈদ ইবনে তালিদ ও আসাদ বিন মুসা থেকে বর্ণনা করতেন এবং তার থেকে বর্ণনা করতেন আবু হাতিম ও ইমাম তাবরানী ও একটি জামা'ত। ইমাম নাসায়ি বলেন তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন না।
(ইমাম ইবনে হাজার আস্কালানি, লিসানুল মিযান, খন্ড- ৬ পৃষ্ঠা -৮৪)

ইমাম ইবনে আবি হাতিম রাজি বলেনঃ

مقدام بن داود بن عيسى بن تليد أبو عمرو ابن اخى سعيد ابن عيسى بن تليد المصرى روى عن عمه سعيد بن عيسى بن تليد وخالد ابن نزارو عبد الله بن عبد الحكم وسعيد بن عفير سمعت منه بمصر وتكلموا فيه

মিকদাম বিন আবু দাউদ বিন ঈসা বিন তালিদ, সাঈদ বিন ঈসা বিন তালিদ মিসরির ভাতিজা। সে তার চাচা সাঈদ বিন ঈসা বিন তালিদ , খালিদ নিজুরু আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হাকাম ও সাঈদ বিন উফার থেকে বর্ণনা করত। আমি মিশরে থাকাকালীন তার থেকে হাদীস শ্রবন করেছি আর তারা তার সম্বন্ধে সমালোচনা করেছে।
ইবনে আবি হাতিম রাজি, জিরাহ ও তাদিল, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩০৩
উক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায় মিকদাম বিন দাউদ নামক রাবি জইফ প্রকৃতির। আর যারা উসুলে হাদীস সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান রাখে, তারা জানে যার সনদ যেমন তার মতনও তেমন হয়। অর্থাৎ সনদ যদি গরীব প্রকৃতির হয় তাহলে মতনও গরীব হবে। সনদ জঈফ হলে মতনও জইফ। আর মতন কমজর অর্থ হল হাদীসের বিষয়বস্তুর উপর নির্ভরযোগ্যতা রাখা যায় না। তাছাড়া এখানেই শেষ নয়, উক্ত বর্ণনা ইমাম বাইহাকি নিয়ে এসেছেন বটে তিনি নিজেই বর্ণনাকে গ্রহন করেননি, নিম্নে তার দলিল।
ইমাম বাইহাকি বলেনঃ

وروي عن ابن عباس إلا أنه يتفرد بإسناده ابن لهيعة، وابن لهيعة لا يحتج به

তার থেকে ইবনে আব্বাসের বর্ণিত বর্ণনায় ইবনে লাহিয়াহ ব্যতীত আর কোন সনদ নেই আর ইবনে লাহিয়ার বর্ণনা গ্রহনযোগ্য নয়।
(সুনানুল কুবরা, খন্ড- ৪ পৃষ্ঠা- ১৮২)

অর্থাৎ ইমাম বাইহাকির ভাষ্য দ্বারা বোঝা যায় **ইবনে লাহিয়ার উপস্থিতির কারণে বর্ণনাটি গ্রহনযোগ্য নয়।** অর্থাৎ তার নিকট বর্ণনাকারী হিসাবে ইবনে লাহিয়া দলিল যোগ্য নয়। বলা যেতে পারে তার বর্ণিত হাদীস প্রমাণিত বলে, বলা যাবে না। তাছাড়া **ইবনে লাহিয়াহ এমন একজন রাবি যাকে সমস্ত ইমাম জঈফ বলেছেন। তার জওফাতের উপর কারোর মতবিরোধ নেই।** যেমন জেরাহ ও তাদিলের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ইমাম, ইমাম ইবনে মঈন বলেনঃ

.حَدَّثَنَا ابن حماد، حَدَّثَنا معاوية، عَن يَحْيى، قال :عَبد الله بن لَهِيعَة بن عقبة الحضرمي ضعيف
.حَدَّثَنَا ابن أبي بكر، حَدَّثَنا عباس، عَن يَحْيى، قال ابن لَهِيعَة لا يحتج بحديثه

আমাকে বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ, তিনি বলেন আমাকে বর্ণনা করেছেন মুয়াবিয়া তিনি বলেন ইয়াহিয়া ইবনে মঈন হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আব্দুল্লাহ ইবনে লাহিয়া বিন উকবা আল হুজারমি জঈফ ছিল। আমাকে বর্ণনা করেছেন ইবনে আবু বকর তিনি বলেন আমাকে বর্ণনা করেছেন আব্বাস তিনি বলেন ইয়াহিয়া ইবনে মঈন হইতে বর্ণিত তিনি বলেন তার হাদীস গ্রহনযোগ্য যোগ্য নয়।
(আল কামিল ফিদ্ব দুআফাইর রিজাল, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৩৮)

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বলেনঃ

.نا عبد الرحمن نا حرب بن إسماعيل الكرماني فيما كتب إلى قال سألت أحمد بن حنبل عن ابن لهيعة فضعفه

আমাকে খবর দিয়েছেন আব্দুর রাহমান তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন হারব বিন ইসমাইল যেমনটি তিনি লিখেছিলেন তিনি বলেন আমি আহমাদ বিন হাম্বালকে ইবনে লাহিয়া সম্বন্ধে বলতে শুনেছি সে জঈফ ছিল।
(ইমাম ইবনে হাতিম রাজি, জিরাহ ও তাদিল, পৃষ্ঠা-৫১৩)

قال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن الإفريقي وابن لهيعة أيهما أحب إليك فقالا جميعا ضعيفان وابن لهيعة أمره مضطرب يكتب حديثه

ইবনে আবি হাতিম রাজি বলেন আমি আমার পিতা ও আবু জারা'হ রাজিকে ইফরিকি ও ইবনে লাহিয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার নিকট তাদের মধ্যে পছন্দের কে? উভয় জন বললেন ইফরিকি ও ইবনে লাহিয়া দুজনেই জঈফ।
এবং ইবনে লাহিয়ার উপর হুকুম হলো সে যে হাদীস লিখেছে তা মুজতারাব

(ইমাম ইবনে হাজার আস্কালানি, তাহজিবুত তাহজিব, খণ্ড-৫,পৃষ্ঠা- ৩৩১
তাহজিবুল কামাল, খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-৫০১)

এছাড়া ইমাম নাসায়ি, ইমাম দারাকুৎনি ও তাকে জঈফ বলেছেন। **তাই বলা যায়, ইবনে লাহিয়াহর সাক্ষ্য কোনো ইমামের কাছেই গ্রহনযোগ্য নয়। অর্থাৎ তার সাক্ষ্য দ্বারা কোন বর্ণনাকে প্রমাণ করা যায় না।** সবচেয়ে মজার বিষয় ইমাম বাইহকি নিজেই উক্ত বর্ণনাটি নিয়ে এসেছেন অথচ ইবনে লাহিয়াহর কারণে তা গ্রহন করেননি। **এছাড়া উক্ত বর্ণনায় আরো একজন বর্ণনাকারী যার মিকদাম বিন দাউদ তিনিও একজন জঈফ বর্ণনাকারী।এমন একটি বর্ণনা যার শাক্ষ এতটাই দুর্বল যে তার দ্বারা কিছুই প্রমাণ হয় না।** আর আগেই বলেছি খাসিকরণকে হারাম বলতে প্রমাণিত হাদীস লাগবে। কিন্তু হাদীসের সাক্ষ্য দুর্বলতার কারণে তা প্রমাণিত হয় না। এইবার যেহেতু তারা প্রমাণ করতে পারেনি আল্লাহর রসুল খাসিকরণ নিষেধ করেছেন সেহেতু অন্য দিকে ধাবিত হতে পারে এবং বলতে পারে খুলফায়ে রাশিদিনের অন্যতম খালিফা হজরতে উমার খাসিকরণের বিরোধিতা করেছেন এবং তিনি তা নিষেধ করেছেন যার সাপেক্ষে নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করে থাকে।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، نَهَى عَنِ الْخِصَاءِ، وَقَالَ :النَّمَاءُ مَعَ الذَّكَرِ.

হাদীস বর্ণনা করেছেন ওয়াকি' তিনি বলেন সুফিয়ান বর্ণনা,করেছেন আস্বিম থেকে তিনি (আসেম) বলেন সালিম বর্ণনা করেছেন ইবনে উমার থেকে, হজরতে ইবনে উমার বর্ণনা করেন, তিনি বলেন হজরতে উমার (রাঃ) খাসি করতে নিষেধ করেছেন এবং বলতেন,বংশ বিস্তার তো পুরুষের সাথেই জড়িত।
(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, হাদিস নং – ৩২৫৮৫)

উক্ত হাদীস অনুযায়ী তাদের বক্তব্য যেহেতু তিনি খুলফায়ে রাশিদিনের তাই তার সুন্নতের রাস্তায় চলা আমাদের উপর অপরিহার্য ।যেমন আল্লাহর রসুল ﷺ বলেছেন **عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين অর্থ তোমাদের উপর আমার সুন্নত ও আমার খুলাফায়ে রাশিদদের সুন্নত অপরিহার্য।** এক্ষেত্রে আমরা অস্বীকার করছিনা আমাদের জন্য খুলফা এ রাশিদীনের সুন্নত অপরিহার্য কিন্তু কোন সুন্নত আমাদের জন্য অপরিহার্য সেটাও বুঝতে হবে। বুঝতে হবে একমাত্র উমুরে দ্বিনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য, সর্ব ক্ষেত্রে নয়। যদিও তাদের কথা মানা যায় তবুও বিষয়টি হজরতে উমার থেকে প্রমাণিত কিনা সেটাও একটা দেখার ব্যাপার রয়েছে ।বিষয়টি যদি হজরতে উমার থেকে প্রমাণিত না হয়, তাহলে তাদের এই যুক্তি খাটবে না। সেটাই জানতে, আগে জানি হাদীসটি হজরতে উমার থেকে প্রমাণিত কিনা। উক্ত হাদীসটি যে হজরতে উমার থেকে প্রমাণিত নয়, কারণ উক্ত বর্ণনার আসিম বিন উবাইদুল্লাহ নামক রাবির উপর চরম সমালোচনা রয়েছে এবং তার বর্ণনা মুহাদ্দিসগন ত্যাগ করেছেন যা নিম্নে উল্লেখিত জেরাহর মাধ্যমে বোঝা যায়।

প্রথম দলিলঃ

ইমাম বুখারী বলেনঃ

عاصم بن عبيد الله العمري منكر الحديث

আসিম বিন আব্দুল্লাহ মুনকারুল হাদীস ছিল।
(ইমাম বুখারি জওফাউস সাগির, বাবুল আইন, বর্ণনা নম্বার ২৮১)

দ্বিতীয় দলিলঃ

نا عبد الرحمن نا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إلى قال سئل أبي عن عاصم بن عبيد الله وعبد الله بن محمد بن عقيل فقال ما اقربهما، كان ابن عيينة يقول كان الاشياخ يتقون حديث عاصم بن عبيد الله،

আমাকে খবর দিয়েছেন আব্দুর রাহমান তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বাল যেমনটি তিনি লিখেছিলেন তিনি বলেন আমার পিতাকে আসিম বিন উবাইদুল্লাহ ও আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকিল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তখন তিনি উত্তর দেন,তিনি উভয়কে পছন্দ করেন না। ইবনে উইয়েনাহ বলতেন শাইখগন আসিম বিন আব্দুল্লাহর হাদীস গ্রহন করতে ভয় পেত।
(ইবনে আবি হাতিম রাজি, জিরাহ ও তাদিল, বাবুল আইন, বর্ণনা নং-১৯১৭
ইমাম মিয্যি,তাহজিবুল কামাল খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-৮২
ইমাম ইবনে হাজার আস্কালানি তাহজিবুত তাহজিব, খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪২)

তৃতীয় দলিলঃ

نا عبد الرحمن قال قرئ عن العباس بن محمد الدوري قال سئل يحيى بن معين عن عاصم بن عبيد الله فقال ضعيف لا يحتج بحديثه
আমাকে বর্ণনা করেছেন আব্দুর রাহমান তিনি আব্বাস বিন মুহাম্মাদ আদদওরি মন্তব্য নকল করে বলেন তিনি বলেছেন ইয়াহিয়া ইবনে মঈন কে আসিম বিন উবাইদুল্লাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দেন সে জঈফ ছিল তার হাদীস গ্রহন যোগ্য নয়।
(ইবনে আবি হাতিম,জরহে ওয়াত তাদিল,বাবুল আইন,বর্ণনা নং -১৯১৭)

চতুর্থ দলিলঃ

عَاصِم بن عبيد الله بن عَاصِم بن عمر بن الْخطاب الْقرشِي يروي عَن عبد الله بن عَامر بن ربيعَة وَعبيد اللَّه بْن عُمَر روى عَنهُ الثَّوْريّ وَشعْبَة وَابْن عجلَان عداده فِي أهل الْمَدِينَة وَكَانَ سيء الْحِفْظ كثير الْوَهم فَاحش الْخَطَأ فَترك من أجل كَثْرَة خطئه

আসিম বিন উবাইদুল্লাহ, আব্দুল্লাহ বিন আমির বিন রাবিয়া, ও উবাইদুল্লাহ বিন উমার থেকে বর্ণনা করত।তার থেকে বর্ণনা করত সুউরি, সাবা' ইবনে আজলানের মত মদিনাবাসী। সে যা কিছু হিফজ করেছিল বেশীরভাগই ধারণা ভিত্তিক, বিভ্রান্তিকর ভুলভ্রান্তি পরিপূর্ণ।আর তার অত্যাধিক ভুল ভ্রান্তির কারণে তাকে সর্বদা ত্যাগ করা হয়েছে।
(ইবনে হিব্বান, মাজরুহিন, খন্ড-২, রাবি নং -৭১৮)

পঞ্চম দলিলঃ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمد بْنِ مُوسَى بْنِ الْعَرَّادِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ شيبة، قَالَ :سَمِعْتُ علي بن عَبد اللَّهِ يَقُولُ :سَمعتُ عَبد الرَّحْمَنِ بْن مهدي ينكر حديث عاصم بْن عُبَيد الله أشد الإنكار.

—ইয়াকুব বিন শাইবাহ তিনি বলেন আমি আলী বিন উবাইদুল্লাহ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন আব্দুর রাহমান মাহদি থেকে শুনেছি তিনি আসিম বিন উবাইদুল্লাহর বর্ণিত হাদিসকে চরমভাবে অস্বীকার করতেন।
(তারিখে মাদিনাতা দামিস্ক, খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-২৬৬
আল কামিল ফি যুয়াফাইর রিজাল, খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৩৯০)

ষষ্ঠ দলিলঃ

أنا أبو القاسم بن منده أنا أبو علي إجازة ح قال وأنا أبو طاهر أنا علي بن محمد قالا أنا أبو محمد بن أبي حاتم قال سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله فقالمنكر الحديث مضطرب الحديثليس له حديث يعتمد عليه

—আবু মুহাম্মাদ বিন আবি হাতিম, (ইবনে আবু হাতিম রাজি) তিনি বলেন আমি আমার পিতাকে (আবু হাতিম রাজি) আসিম বিন উবাইদুল্লাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন সে মুনকারুল হাদিস ও মুজতারাব হাদিস ছিল তার নিকট কোন তার থকে কোন ভরসা যোগ্য হাদীস ছিল না।
(তারিখে মাদিনাত দামিস্ক,খন্ড-৩৭ পৃষ্ঠা-৩৭)

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায় আসিম বিন উবাইদুল্লাহ চরম ভাবে একজন বিতর্কিত রাবি,যার বর্ণনা সমস্ত ইমামগন ত্যাগ করেছেন। তার সাক্ষ্য দ্বারা কোন বর্ণনাই প্রমাণিত নয়, যা সমস্ত ইমামগনেরই মতামত। তাই বলা যায় এমন একজন বিতর্কিত রাবি সাক্ষ্য দিয়ে কোন সাক্ষ্য কবুল করা যাবে না। অর্থাৎ যখন কারোর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় তখন তার বর্ণিত হাদীস প্রমাণিত হবে কি করে?

যদিও এর পরে তারা আরো একটি বর্ণনা হজরতে উমার থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা এবং দলিল হিসাবে দেন। আগে সেই দলিলটি দেখে নেওয়া যাক তারপর বিশ্লেষণমূলক আলোচনার দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে, নিম্নে তাদের সমর্থক দলিলটি।

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ يَنْهَى عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ

অনুবাদঃ হাদিস বর্ণনা করেছেন শারিক, তিনি বলেন ইবরাহিম বিন মুহাজির বর্ণনা করে বলেন ইব্রাহীম থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় হযরত ওমর (রাঃ) ঘোড়াকে খাসি করতে নিষেধ করেছেন।
(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা হাদিস নম্বার- ৩২৫৭৮
ইমাম বাইহাকি, সুনানুল কুবরা,হাদীস নং -১৮১৮০)

উক্ত হাদীস সম্বন্ধে কিছু বলার পুর্বে হাদিসের বর্ণনাকারী সম্বন্ধে জানা দরকার,ইমাম ইবনে আবি শাইবাহ বর্ণনা করেছেন শারিক বিন আব্দুল্লাহ থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম বিন মুহাজির থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম থেকে। **অর্থাৎ এখানে ইবরাহীম হলেন মূল বর্ণনাকারী। কিন্তু বিষয় হল এখানে ইবরাহীম বলতে কে, তার পুরো নাম না জানা পর্যন্ত মাজহুল বলে বিবেচিত হবে।** এখানে ইবরাহীম বলতে কে, তা জানতে অনুরুপ আরো একটি বর্ণনা দেখে নেওয়া যাক।

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ :نَهَى عُمَرُ عَنْ إِخْصَاءِ الْخَيْلِ

হাদীস বর্ণনা করেছেন আলী তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন শারিক তিনি বলেন ইবরাহীম বিন মুহাজির বর্ণনা করে বলেন ইবরাহীম বিন আল নাখিই হইতে বর্ণিত তিনি বলেন হজরতে উমার ইবনে খাত্তাব ঘোড়া খাসি করতে নিষেধ করেছেন।
(মুসনাদে ইবনে আবি জা'দ, হাদীস নং -১৮১৮
আবুল কাসিম বাগাওয়ি আল জাদিয়াত, হাদীস নং-১৭২৬)

উপরিউক্ত বর্ণনা দ্বারা বোঝা এখানে ইবরাহীম বলতে ইবরাহীম আল নাখিই। অর্থাৎ ইবরাহীম বিন মুহাজির বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম আল নাখিই থেকে। আর ইবরাহীম নাখিই হলো উক্ত বর্ণনা মুল বর্ণনাকারী। এইবার আসল বিষয়ের দিকে আসা যাক, যাতে বোঝা যাবে উক্ত বর্ণনায় কয়েকটি সমস্যা থাকার কারণে ,হাদীসটি গ্রহনযোগ্যও নয়।**প্রথম সমস্যা হল ইবরাহী বিন মুহাজির একজন জইফ রাবি, যা নিম্নের আলোচনা দ্বারা বোঝা যাবে।**

জরহ ও তাদিলের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ইমাম, ইমাম ইবনে মঈন বলেনঃ

أَخْبَرَنَا مَكْحُولٌ قَالَ سَمِعت جَعْفَر بن أبان يَقُولُ قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ الْبَجَلِيُّ قَالَ ضَعِيفٌ

আমাকে খবর দিয়েছেন মাকহুল, তিনি বলেন আমি জা'ফার বিন আবান কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন **আমি ইয়াহিয়া ইবনে মঈনকে ইবরাহিম বিন মুহাজির আল বাজালি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন সে জঈফ ছিল।**
(ইমাম ইবনে হিব্বান, মাজরুহিন, পৃষ্ঠা-৭)

حَدَّثني عَبد الله بن شُعَيب قال :قرأ علي يَحْيى بن مَعِين إبراهيم بن مهاجر يضعف.
وقال النسائي، مما أخبرني مُحَمد بن العباس عنه :إبراهيم بن مهاجر كوفي ليس بالقوي.

—ইমাম নাসায়ি বলেন যেমনটি মুহাম্মদ বিন আব্বাস আমাকে খবর দিয়েছেন ইবরাহীম বিন মুহাজির কুফি বর্ণনায় শক্তিশালী নয় (দুর্বল)।
(আল কামিল ফি যুয়াফাইর রিজাল, খন্ড -১, পৃষ্ঠা-২১৫)

ضعفه يحيى بن معِين وَقَالَ عَليّ وَالنَّسَائِيّ لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ مُنكر الحَدِيث وَقَالَ ابْن حبَان هُوَ كثير لخطأ

ইয়াহিয়া ইবনে মঈন তাকে জঈফ বলেছেন আলী ও ইমাম নাসায়ি বলেছেন সে শক্তিশালী ছিল না। আবু হাতিম রাজি বলেন সে মুনকারুল হাদীস ছিল ইবনে হিব্বান বলেন সে বর্ণনায় প্রচুর ভুল ভ্রান্তি করত।
(ইবনে জওজি, জওফাউল মাতরুকিন,পৃষ্ঠা-৫৪)

أَخْبَرنا عَبد اللَّهِ بْنُ أبي سفيان، قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمد بن إسحاق الصغاني يقولُ :سَألتُ أحمد بن حنبل عن إبراهيم بن مهاجر، فقال :كان يقول :فيه ضعف.

আমাকে খবর দিয়েছেন আব্দুল্লাহ বিন আবু সুফিয়ান তিনি বলেন আমি মুহাম্মাদ বিন ইসহাক আস স্বাগানি কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন আমি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালকে ইবরাহীম বিন মুহাজির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন তার মধ্যে জওফাত ছিল।
(আল কামিল ফি জওফাউ রিজাল, পৃষ্ঠা-২১৬)

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায় ইবরাহীব বিন মুহাজির হাদীস বর্ণনায় জঈফ ছিল। শুধু তাই নয় যদি আরো লক্ষ করা যায় তাহলে দেখা যাবে হাদীসটি মুনকাতা। কারণ মুল বর্ণনাকারী হলেন ইবরাহীম বিন নাখি যিনি হজরতে উমারের যূগই পাননি। আমরা জানি হজরতে উমার শাহাদত বরণ করেছেন ২৩ হিজরীতে যেখানে ইবরাহীম আল নাখির জন্ম অনেক পরে। যেমন ইমাম ইবনে হিব্বান বলেন

إبراهيم النخعي وهو إبراهيم بن يزيد بن عمرو بن الاسود أبوعمران كان مولده سنة خمسين ومات سنة خمس أو ست وتسعين

ইবরাহীম আল নাখিই যার পুরো নাম ইবরাহীম বিন ইয়াজিদ বিন আমর বিন আসওয়াদ আবু আমরান ছিল তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৫০ হিজরি তে আর মৃত্যুবরণ করেছেন ৯৫ কিংবা ৯৬ হিজরিতে।
(ইমাম ইবনে হিব্বান, কিতাবুত সিকাত, পৃষ্ঠা -৮
ইমাম হিব্বান মাসাহির উলামায়ে আল আমসার, পৃষ্ঠা-১৬৩)

অর্থাৎ বোঝা যায়,তিনি হজরত উমারের রাঃ যুগই পাননি। কারণ তার ইন্তেকালের অনেক পরে ইবরাহীম বিন নাখির জন্ম হয়েছে। যেহেতু তিনি হজরতে উমারে রাঃ এর সাক্ষাৎ পাননি তাই তার থেকে উক্ত বর্ণনাটি শ্রবণ করা সম্ভবও নয়।অতএব হাদীসটি মুনকাতা, হজরতে উমার ও ইবরাহীম বিন নাখির মাঝে একজন রাবি বাদ পড়েছে। **অতএব বলা যায় ইবরাহীম বিন নাখি অন্য কারোর কাছ থেকে বর্ণনাটি শুনেছেন যা এখানে উল্লেখ নেই। আর এই ধরণের অজ্ঞাত বর্ণনাকারী যার নাম ও পরিচিতি কিছুই জানা যায় না তাকে মাজহুলে আইন বলে। তার নাম কি আর তার পরিচয় কি হাদীসের গ্রহনযোগ্যতার ব্যাপারে সে কতটা নির্ভর যোগ্য, সে মুসলমান,না ইহুদি ও নাসরানি নাকি উহা কারোর রটানো গল্প তা কিছুই জানা যায় না।** অতএব বলা যায় উক্ত বর্ণনার সরাসরি সাক্ষী (প্রত্যক্ষদর্শী) পাওয়া যায়নি যে হজরতে উমার কে কথাটি বলতে শুনেছেন। তাই বলাবাহুল্য যে বর্ণনা বা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নেই সে সেটি একটি প্রমাণহীন বর্ণনা, কারণ সাক্ষ্যহীন মানেই প্রমাণহীন। তাই এসব অপ্রমাণিত অর্থাৎ যা হজরতে উমার থেকে প্রমাণিত নয় তেমন বর্ণনা দিয়ে দলিল নেওয়া যায় না।

সুতরাং বুঝা গেলো,রসুলুল্লাহ কর্তৃক খাসী দ্বারা কুরবানির বিপরীতে খাসির হারাম হবার দলিলগুলো দলিলেরই যোগ্য নয়।